গল্প

আবাস

ফারুক কাদের

প্যাঁচাটি গাছের ডালে বসে দুদিন কাটিয়ে দিল! ইমরান ভাবছিল আশ্চর্য হয়ে। ড্রইং রুমের জানালা দিয়ে প্যাঁচাটি দেখা যায়। ইমরান ও রেহানা দুদিন ধরে প্যাঁচাটি দেখছে। পাখীটা এসেছিল যখন ব্রীজবেনে নিম্নচাপ জনিত কারণে প্রবল বর্ষণ শুরু হয়েছে। তারপর দুদিন দু'রাত কেটে গেছে; বাইরে থেকে থেকে তুমুল বর্ষণ। ইমরানদের ব্যাক-ইয়ার্ডের একটা গাছের ডালে পাখীটা আশ্রয় নিয়েছে। গাছের ডালেই ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে এত লম্বা সময় পার করেছে। যেন পায়ের নখ ডালের গায়ে কেটে বসে গেছে, নড়া চড়া নেই। এই বৃষ্টি বাদলার দিনে প্যাঁচাটির গাছের ডালে অবস্থান ইমরান ও রেহানার ভাবনায় ধীরে ধীরে জুড়ে বসল। ওদের কৌতূহল আর প্রশ্ন প্যাঁচা বিষয়ক জানা-অজানা তথ্যের মধ্যে হাবু ডুবু খেতে লাগল।

ইমরানের চেয়ে রেহানার বেশী কৌতূহল প্যাঁচাকে নিয়ে- ওর ধারণা এটা ওদের জন্য সৌভাগ্য বয়ে নিয়ে এসেছে। কে জানে! হতেও পারে। জীবনের এ পর্যায়ে এসে চাওয়া আর পাওয়ার হিসাব না মিলাতে পেরে হঠাৎ করে পাওয়া সৌভাগ্যের কল্পনা রেহানা প্রায়ই করে থাকে। রেহানা বারে বারে খোঁজ নিচ্ছে। প্যাঁচাটার কি হোল! এভাবে ঝিমিয়ে আছে কেন! ও কি অসুস্থ !

প্যাঁচা ইমরান খুব একটা দেখেনি। অনেক আগে একটা সার্ভে টীম নিয়ে ইমরান যশোর গিয়েছিল। একটা বড় বাড়ীতে সার্ভে টীম থাকত। একদিন সকালে একটা ঘরের ঘুলঘুলিতে সবাই দেখল একটা লক্ষ্মী প্যাঁচা বসে আছে। গা দুধের মত সাদা আর তার মাঝে কাল কাল স্পট। কেমন করে এসেছিল কে জানে! সেই প্রথম প্যাঁচা দেখে ইমরান। ঘরের মধ্যে লক্ষ্মী প্যাঁচা, ব্যাপারটা ইমরানকে অবাক করেছিল। তারপর এই দ্বিতীয়বার প্যাঁচা দেখল সামনে থেকে।

রেহানা বেশ দুশ্চিন্তায় আছে। ইমরানকে বলল: মনে হচ্ছে অসুস্থ, কিছু খেতে দেখিনা। গাছের ডালে ডানা আর পালক মুড়ি দিয়ে সারা দিন ঘুমচ্ছে। ব্যাপারটা কি! । বন জংগল ছেড়ে লোকালয়ে ও কি করছে! এই গাছের ডালে দিনের পর দিন পার করে দিচ্ছে। পাখীটা ওর আবাস ছেড়ে আসল কেন! ইমরান উদাস কণ্ঠে উত্তর দিল: হতে পারে ওর আবাস আমরা মানুষেরা নষ্ট করে ফেলেছি!যার জন্য লোকালয়ে এসে আশ্রয় নিতে হয়েছে। ইমরান রেহানা দুজনই প্রকৃতি প্রেমিক। ওরা প্রকৃতির কথা ভাবে; এলাকার গাছপালা প্রকৃতি পাখী নিবিড় ভাবে পর্যবেক্ষণ করে। রাতে বাদুড়েরা যখন দল বেধে খাবারের সন্ধানে আকাশ ছাপিয়ে উড়তে থাকে আর ব্যাক-ইয়ার্ডের গাছে বড় গেছো ইঁদুরের মত দেখতে একাধিক পসামের ছুটোছুটিতে গাছ দুলতে থাকে, তখন ইমরান রেহানা, জানালার ব্লাইন্ড সরিয়ে অবাক হয়ে দেখে থাকে আর ভাবে প্রকৃতিতে কত বিস্ময়ই না লুকিয়ে আছে!

ইমরান জানে প্যাঁচা গাছের কুঠরিতে বাসা করে থাকে। দিনে ঘুমায়, রাত্রে শিকার করতে বের হয়। একটা দৃশ্য ইমরানের চোখে ভেসে আসল। দৃশ্যটা এরকম: পূর্ণিমার রাত, চাঁদ মেঘে ঢাকা পড়ে গেছে। আর পত্র শূন্য ন্যাড়া একটা গাছের কুঠরি থেকে একটা প্যাঁচা শূন্যে পাখা মেলা দিল শিকারের সন্ধানে। নীচে শিকারেরা শশ ব্যস্ত হয়ে এদিক ওদিক দৌড়ে পালাচ্ছে। এ আধা ভৌতিক দৃশ্য-কল্পের সাথে ইমরান অতিথি প্যাঁচাটাকে মিলাতে পারছিল না। একদিন জানালা দিয়ে প্যাঁচাটিকে রেহানা একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছিল। ইমরানও ওর পিছনে দাড়িয়ে দেখতে লাগল। পাখীটাও ওদের দিকে তাকিয়েছিল তীক্ষ্ণ দৃস্টিতেঃ যেন প্রশ্ন করছে জান আমি কে? কেন তোমাদের ব্যাক-ইয়ার্ডে অবস্থান নিয়েছি জানতে চাওনা!

পাখীটার কথা ভেবে শেষ পর্যন্ত RSPCA (Royal Society for Prevention of Cruelty to Animals)-এ যোগাযোগ করল ইমরান। প্রথম দিন ওরা খুব একটা গুরুত্ব দিলনা। ওদের ধারণা পাখীটা অসুস্থ নয়; খুব শীঘ্র ওর আবাসে ফিরে যাবে। এর পর আরও দু দিন কেটে গেল; পাখীটা একই ভাবে গাছের ডালে বসে আছে আর বৃষ্টিতে ভিজছে। ইমরান রেহানার কাছে ব্যাপারটি স্বাভাবিক মনে হোলনা। RSPCA-তে আবার যোগাযোগ করল ইমরান রেহানার পীড়াপীড়িতে। এবার ওদের কিছুটা টনক নড়ল। প্যাঁচাটি দেখতে আসার জন্য কমিট করল। ইমরান অফিস থেকে রেহানাকে আশ্বস্ত করল RSPCAলোক পাঠাচ্ছে প্যাঁচাটি দেখবার জন্য। RSPCA-এর দুই মাঠ কর্মী সন্ধ্যায় প্যাঁচাটি দেখতে এলো। পর্যবেক্ষণ করে ওরা জানাল প্যাঁচাটি অসুস্থ নয়, খুব শীঘ্রই ওর নিজস্ব পরিমণ্ডলে ফিরে যাবে। প্যাঁচা নিয়ে রেহানার দুর্ভাবনার অবসান হবে এবার, ইমরান ভাবল। কিন্তু নয়। প্যাঁচাটি মাঝে মাঝে অন্য কোথায় চলে যায় হয়তো খাবার সংগ্রহে, কিন্তু আবার ঠিকই ফিরে আসে। প্যাঁচাটি যখন থাকেনা, তখন রেহানার অস্থিরতা বেড়ে যায়। রেহানা ইমরানকে প্রশ্ন করতে থাকে, পাখীটা গেল কোথায়! ওকি আর ফিরে আসবেনা।!

রেহানা প্রায় এক মাস হল ইমরানের কাছে আছে। কিন্তু ওর মন পড়ে আছে সিডনীতে, যেখানে ওদের দু ছেলে থাকে আর রেহানার দু ভাই আর বোন আর এক দংগল ভাগ্না ভাগ্নি। ওদের ভাড়া করা এপার্টম্যন্টে রেহানার ঘরকন্না ছাড়া আর তেমন কোন কাজ নে ই। রেহানা নিশ্চয় বোরড ফিল করে, ইমরানের বুঝে। প্যাঁচাটি নিয়ে ভাবনা কিছুটা হোলেও রেহানাকে বোরডম থেকে মুক্তি দিয়েছে।

রেহানা নিয়মিত সিডনী টেলিফোন করে। ইমরান দেখল এ সময় সবার সাথে রেহানা প্যাঁচাটিকে নিয়ে বেশ কথা বলছে। বিশেষ করে ওর শিশু কিশোর বয়সী ভাগ্না ভাগ্নিদের মহা উৎসাহে প্যাঁচাটির খবরা খবর দিচ্ছে। মাঝে মাঝে একটু বাড়িয়ে ও বলছে: জান, প্যাঁচাটা আমি ডাকলে আমার দিকে ১৮০ ডিগ্রী মুখ ঘুরে তাকায়; ঘুমাবার আগে ওকে গুডনাইট বললে ও যেন আমাকে কিছু বলতে চায়। রেহানা এর মধ্যে মোবাইলের ক্যমেরা দিয়ে প্যাঁচার বেশ কিছু ছবি তুলেছে, সিডনী তে সবাইকে দেখাবে বলে। ইমরানের ছোট শালীর মেয়ে অন্তরা প্যাঁচাটির ব্যাপারে ভীষণ উৎসাহী হয়ে পড়েছে ওর খালার রানিং কমেন্ট্রি শুনে শুনে। ও আবদার ধরেছে প্যাঁচাটি খাঁচায় ভরে সিডনী নিয়ে আসতে হবে।

প্যাঁচাটি ইমরানদের ব্যাক-ইয়ার্ডে একটি নির্দিষ্ট গাছের নির্দিষ্ট ডালে দিনের পর দিন কাটিয়ে দিচ্ছে, এর রহস্য ইমরান ও রেহানা কিছুতে ই উদ্ধার করতে পারছেনা। কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল। ওদের

ভাবনা কোন কুল কিনারা পাচ্ছেনা: পাখী-টাকি এখানেই থাকতে থাকবে! এটাই কি হবে এর নূতন আবাস!

ইমরান সিডনী ছেড়ে ব্রীজবেনে তিন বছর ধরে আছে। শুধু চাকরীর জন্য ব্রীজবেনে থাকা। ওরও রেহানার মত মন পড়ে থাকে সিডনীর প্রতি, যেখানে আত্মীয় স্বজন পরিবেষ্টিত একটি আপন পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল। অনেকটা প্রাণহীন ও নিস্তরঙ্গ জীবন যাপন করছে ইমরান ব্রীজবেনে। শিকড় গাড়ার প্রশ্নই আসেনা। মন টিকছেনা বলে শেষে রেহানাকে ব্রীজবেন নিয়ে এসেছে। তারপরও নিজেকে ভাসমান মনে হচ্ছে ইমরানের। নিজেই যেখানে থিতু হতে পাচ্ছেনা, রেহানাকে কি করে বোঝাবে মন টিকানোর জন্য। ইমরান ভাবছিল প্যাঁচাটি কি ওদের মত আপন পরিমণ্ডল ছেড়ে ভাসমান হয়ে ওদের ব্যাক-ইয়ার্ডে এসে আশ্রয় নিয়েছে। ওরা ঠিক বুঝতে পারছেনা ওদের জীবনের সাথে প্যাঁচাটির জীবনের আদৌ কোন মিল আছে কি নেই। প্যাঁচাটি নিয়ে ওরা জল্পনা কল্পনা করেই যাচ্ছে, কিন্তু প্রশ্নের কোন উত্তর মিলছেনা।

একদিন ইমরান ও রেহানা দেখল গাছের ডালটি শূন্য। প্যাঁচাটি কোথায় চলে গেছে। রেহানা অস্থির; প্যাঁচাটা গেল কোথায়, ওকি আর ফিরে আসবেনা! একদিন দুদিন করে পাঁচ দিন কেটে গেল। রেহানার ভীষণ মন খারাপ। ইমরান প্যাঁচার কথা প্রায় ভুলতে বসেছে। একদিন ইমরান বাথরুমে গোছল করছিল। এমন সময় রেহানার প্রচণ্ড উৎসাহে ফেটে পড়ার কণ্ঠ শুনতে পেল: ইমরান, She is back, শুনেছ প্যাঁচাটি আবার ফিরে এসেছে। ইমরান ধীরে ধীরে বলল, তুমি একটু দাঁড়াও, আমি এখনি আসছি।